কোস্ট ট্রাস্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। তারিখ: ১ জুন, ২০২০ ইংরেজি (সংশোধিত)।

কর্মী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা:

'কর্মী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা' নামে ব্যবস্থাপনা একটি নতুন নীতিমালা প্রাথমিকভাবে তৈরি করার পর এটি প্রয়োজনের তাগিদে আবার সংশোধন করা হলো।

কর্মী কল্যাণ তহবিল'র সংজ্ঞা : সংস্থায় কর্মরত সকল স্তরের কর্মীদের বেতন হতে মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হারে জমাকৃত সঞ্চয়কে বুঝাবে যা অবসরকালীন সময়ে সুদসহ এককালীন ফেরৎ দেওয়া হবে। উক্ত সঞ্চয় কর্মীর ভবিষ্যৎ তহবিল হিসাবে বিবেচিত হবে।

১. উদ্দেশ্য:
   ১.১. কর্মীদের সঞ্চয় গঠনে উদ্বুদ্ধ করা ।
   ১.২. কর্মী ও তার পরিবারের ভবিষ্যতের পুঁজি গঠন করা।
   ১.৩. সংস্থায় কর্মকালীন সময়ে কর্মী কর্তৃক উক্ত সঞ্চয় থেকে ঋন গ্রহনের মাধ্যমে স্থায়ী সম্পদ বৃদ্ধিতে সহয়তা করা।

২. কর্মী সঞ্চয় এর উপর লভ্যাংশ বন্টন পদ্ধতি:
   ২.১ জমাকৃত সঞ্চয় তিনটি খাতে বিনিয়োগ করা হবে। উক্ত বিনিয়োগ হতে বাৎসরিক যে আয় হবে তা কর্মীভিত্তিক স্থিতির উপর আনুপাতিক হারে বন্টন করা হবে।

   ২.২ বিনিয়োগের খাতসমূহ ক. এফডিআর, খ. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ ও গ. কর্মীদের ঋন প্রদান

৩. **সদস্য:**
   ৩.১ বর্তমানে যে সকল কর্মী কর্মরত আছেন এবং ভবিষ্যতে যারা সংস্থার যোগদান করবেন তারাই সদস্য হিসাবে বিবেচিত হবেন। একজন কর্মী শুধুমাত্র নিজের নামেই সদস্য হতে পারবেন।
   ৩.২ সেবাকর্মীদের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যতামূলক নয়, তবে চাইলে সেবাকর্মীরা সদস্য হতে পারবেন।

৪. **জমার পদ্ধতি:**
   ৪.১ প্রত্যেক কর্মী প্রাথমিক ভাবে একটি আবেদন পত্র পূরন করবেন এবং যেখানে তিনি প্রতি মাসে কত হারে জমা করবেন তা উল্লেখ থাকবে।
   ৪.২ মাসিক জমার পরিমান হবে সর্বনিম্ন ৫০০ (পাঁচশত) টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৫০০০ (পনের হাজার) টাকা। তবে জমার পরিমান হবে ৫০০, ১০০০,১৫০০---এই ধরনের ফিগার বা '৫০০' এর গুনিতক। কোন ভাংতি টাকা যেমন ৩০০, ৬০০, ৭০০ বা ৮৫০ এমন টাকার অংক জমা করা যাবে না।
   ৪.৩ যদি কোন কর্মী জমার পরিমান বাড়াতে চান সে ক্ষেত্রে যে কোন আর্থিক বছরের শুরুতে আবেদনের ভিত্তিতে বাড়াতে পারবেন। এ তহবিলের আর্থিক বছর সংস্থার আর্থিক বছরের সাথে মিল থাকবে।
   ৪.৩ জমার মেয়াদ সংস্থায় যোগদান থেকে অবসর/সংস্থা ত্যাগ করার সময় পর্যন্ত সময়কে মেয়াদ হিসাবে বিবেচিত হবে অর্থাৎ সংস্থায় কর্মকালীন সময়ে উক্ত হিসাব বন্ধ করা যাবে না।
   ৪.৪ নমিনি: সাধারন ভাবে সংস্থায় যোগদানের সময় যাকে কে নমিনি করা হয়েছে তিনিই সংশ্লিষ্ট কর্মীর নমিনি হিসাবে বিবেচিত হবেন তবে কেউ যদি অন্য কাউকে নমিনী করতে চান সে ক্ষেত্রে পৃথক আবেদনের মাধ্যমে তার নাম, ঠিকানা, ছবি ও আইডিকার্ডের (যদি থকে) ফটোকপি দিতে হবে।

৫. **ফেরৎ পদ্ধতি:**
   ৫.১ কোন কর্মী সংস্থা ছেড়ে গেলে বা অবসর গ্রহন করলে তার জমাকৃত সকল সঞ্চয় লভ্যাংশ সহ ফেরত দেওয়া হবে। জমাকৃত সঞ্চয় থেকে ঋন গ্রহন করলে উক্ত ঋনের কিস্তি বকেয়া থাকলে তা কর্তন করা হবে।

   ৫.২ নিয়ম বর্হিভূতভাবে বা অসৎ উপায় অবলম্বনের জন্য চাকুরি হারালেও উক্ত সঞ্চয় লভ্যাংশসহ ফেরত দেওয়া হবে। তবে অর্থ আত্মসাত থাকলে সমন্বয় সাপেক্ষে ফেরৎ প্রদান করা হবে।

৬. **ব্যবস্থাপনা:**
   ৬.১ পরিচালনা পর্ষদ: কর্মী কল্যাণ তহবিল পরিচালনার জন্য ৪ (চার) সদস্যর একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকবে।
   ৬.২ পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ: পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ হবে ৩ (তিন) বছর। অর্থাৎ প্রতি তিন বছর পর পর নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হবে।

Syed Aminul Hoque
Director-ME & IA
COAST Trust

Ezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

৬.৩ পরিচালনা পর্ষদের পদ : একজন সভাপতি, একজন সেক্রেটারি ও দুইজন সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৬.৪ পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ক. পরিচালনা পর্ষদ প্রতি মাসে সভা করবে এবং সভার একটি মাইন্যুটস করা হবে যা সকল কর্মীর অবগতির জন্য সার্কুলেট করা হবে।

খ. তহবিল বৃদ্ধির লক্ষে লাভজনক খাতে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করবে।

গ. হিসাব পরিচালনা করার পাশাপাশি বাৎসরিক চুড়ান্ত হিসাব প্রনয়ন করবেন এবং প্রত্যেক সদস্যকে তার হিসাব বুঝিয়ে দিবে।

ঘ. কর্মীদের ঋনপ্রদান ও সঠিক ভাবে তা আদায় হচ্ছে কিনা মনিটরিং করবে।

ঙ. তহবিলের বিনিয়োগ, খরচের ভাউচার ও সকল প্রকার তথ্য সংরক্ষন করবে।

৬.৫ নিম্নলিখিতদের কর্মীদের নিয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হলো:

(১) সৈয়দ আমিনুল হক (পরিচালক-এমই এন্ড আইএ) -সভাপতি

(২) শিপন দত্ত (প্রধান-হিসাব)-সেক্রেটারি

(৩) মো: আহসানুল করিম (পরিচালক-এফসিএ এন্ড এইচআরএম)-সদস্য

(৪) বারেকুল ইসলাম (সহকারী পরিচালক-ইএন্ডডি)-সদস্য

৭. বিনিয়োগ:

৭.১ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন ব্যাংকে স্থায়ী বিনিয়োগ করা যাবে তবে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মুনাফা প্রদানকারী ব্যাংকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৭.২ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করলে যদি ব্যাংকের চেয়ে বেশী মুনাফা পাওয়া যায় তাহলে মোট জমাকৃত তহবিলের ৮০% পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করা যাবে। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে সুদের হার নির্ধারিত হবে। তবে মোট জমাকৃত সঞ্চয়ের ২০% টাকা তারল্য হিসাবে ব্যাংকে জমা রাখতে হবে।

৭.৩ কর্মীদের ঋন প্রদান: কোন কর্মী ফ্লাট/বাড়ির জন্য জমি ক্রয়, বাড়ি নির্মাণ/উন্নয়ন, মটরযান ক্রয়, চিকিৎসা খাতে কল্যাণ তহবিল থেকে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য প্রতি বছরে ৫% সুদে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ ঋণ নিতে পারবেন। ঋণের আবেদন একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির বরাবরে করতে হবে। ঋণের প্রসেস সুপারিশ করবে পরিচালনা পর্ষদ কিন্তু অনুমোদন দেবেন নির্বাহী পরিচালক। নির্বাহী পরিচালকের ঋণ অনুমোদন দেবেন কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি।

৭.৪ কর্মীকে কল্যাণ তহবিলের মোট স্থিতির উপর সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত ঋণ দেয়া যাবে এর বেশী ঋণ দেয়া যাবে না।

৭.৫ তহবিলের নিরাপত্তার স্বার্থে যারা (ঋণ ও উন্নয়ন কর্মকর্তা, শাখা হিসাব রক্ষক এবং শাখা ব্যবস্থাপক) সরাসরি ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমরে সাথে জড়িত এবং সংস্থায় যার চাকুরির বয়স ৫ বছরের বেশী তাকে তার অংশের ১০০% টাকা ৩% সুদে সর্বোচ্চ ৫ বছরের জন্য উপরোক্ত প্রয়োজনসমূহে এ তহবিল থেকে ঋণ দেয়া যাবে।

৭.৬ যে সকল কর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা/গেরান্টি (পিএফ ও গ্রাচ্যুয়িটি) এবং ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা নেই তারা এ তহবিল থেকে নিজের অংশের বেশী ঋণ নিতে পারবেন না। তবে পরিচালনা পর্ষদের আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলে এবং নির্বাহী পরিচালক পক্ষ থেকে পরিশোধের লিখিত নিশ্চয়তা প্রদানের সাপেক্ষে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

৭.৭ ঋণের আসল ও সুদসহ মাসিক সমান কিস্তিতে মাসিক বেতন থেকে পরিশোধ করতে হবে।

৭.৮ ঋণ নেয়ার পর কোন কর্মী যদি সংস্থা ছেড়ে যান বা চাকুরি চলে যায় বা মৃত্যুবরণ করেন তাহলে এ ঋণ তার চূড়ান্ত হিসাব থেকে সমন্বয় করা হবে। এতে যদি মোট ঋণ পরিশোধ না হয় তাহলে ঋণ গ্রহীতার নমিনি/নমিনিগণ, আইনসঙ্গত প্রতিনিধি, বৈধ উত্তরাধিকারী এ ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। কোন ঋণ গ্রহীতা বা তার নমিনি/নমিনিগণ, আইনসঙ্গত প্রতিনিধি, বৈধ উত্তরাধিকারী এ ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে প্রথম পক্ষ আইনের আশ্রয় নিয়ে ঋণ আদায় করবে।

৭. ৯ ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা কল্যাণ তহবিলের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির সাথে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। ঋণের পরিমাণ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা বা তার অধিক হলে এ চুক্তিটি অবশ্যই সাবরেজিস্ট্রি অফিস কর্তৃক সম্পাদিত হতে হবে। ঋণের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার কম হলে ৩০০.০০ (তিনশত) টাকার নন-জুডিসিয়েল স্ট্যাম্পে চুক্তি করতে হবে। সে ক্ষেত্রে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে চুক্তিটি সম্পাদন করতে হবে। চুক্তি সম্পাদনের সমুদয় খরচ ঋণ গ্রহীতা বহন করবেন। যদি কর্মী তার নিজ জমাকৃত তহবিল হতে ঋণ নেন, সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার চুক্তি পত্র করতে হবে না।

Syed Aminul Hoque
Director-ME & IA
COAST Trust

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Trust

৭.১০ উক্ত চুক্তিপত্রে নমিনিসহ দুইজন ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকারী **(Guarantor)** হিসেবে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হবে। কোন কারণে যদি ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন তাহলে নমিনি এবং নিশ্চয়তাপ্রদানকারী ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

৭.১১ কল্যাণ তহবিলের জমা টাকার উপর ১০% হারে সার্ভিস চার্জ হিসাব করা হবে যা কর্মীদের প্রতি অর্থ বছর শেষে কর্মীর হিসাবে স্থানান্তর করা হবে।

৭.১২ বছর শেষে আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী ১০% হিসেবে সার্ভিস চার্জ হিসাব করে যে টাকা ঘাটতি থাকবে তা এবং আগের বছরের তুলনায় যদি কর্মীর প্রাপ্য সার্ভিস চার্জ কমে যায় তাহলে সেই অবশিষ্ট অর্থ সংস্থা পুণ:ভরণ করে দেবে।

৮. হিসাব পদ্ধতি:

৮.১ প্রত্যেক কর্মীর একটি হিসাব নম্বর থাকবে। কর্মীর ব্যক্তিগত ফাইল নম্বরই হিসাব নম্বর হিসাবে বিবেচিত হবে।

৮.২ প্রধান অফিসে কর্মী কল্যাণ তহবিল **(Staff Welfare Fund)** নামে একটি ব্যাংক হিসাব খোলা হবে।

৮.৩ প্রতি মাসের বেতন হতে উক্ত তহবিলের টাকা কর্তন করা হবে এবং স্ব স্ব অফিসের সাধারন খতিয়ানে আলাদা খাতে হিসাব ভুক্ত হবে। প্রতি তিন মাস পর পর জমার প্রতিবেদনসহ উক্ত টাকা প্রধান অফিসের ব্যাংক হিসাবে টিটি/ডিডি এর মাধ্যমে পাঠাতে হবে।

৮.৪ দাতা সংস্থার প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রতি মাসের টাকা প্রতি মাসে প্রধান অফিসে পাঠাতে হবে।

৮.৫ বেতন শিটে একটি আলাদা কলাম ইনসার্ট করতে হবে যেখানে কর্মীর কর্তনকৃত টাকার পরিমাণ লিখতে হবে।

৮.৬ প্রতি বছর ৩০ শে জুন বাৎসরিক হিসাব চুড়ান্ত করা হবে এবং অডিট প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লভ্যাংশ বন্টন করা হবে এবং সকল কর্মীকে তার বাৎসরিক হিসাব জানানো হবে। এখানে উল্লেখ্য যে উপরে বর্ণিত ১০% সার্ভিস চার্জের অতিরিক্ত আয় হয়ে থাকে তাহলে সেই অর্থ কর্মীদের স্থিতি অনুযায়ী লভ্যাংশ বন্টন করা হবে।

৮.৭ কোন কর্মীর হিসাবে ভুল হলে তা আবেদনের ভিত্তিতে সংশোধন করা যাবে।

৯. মনিটরিং ও অডিট পদ্ধতি:

সংস্থার নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক শাখা নিরিক্ষার সময় উক্ত হিসাব নিরীক্ষা করবে। সংস্থার হিসাব বিভাগ কর্তৃক প্রতি তিন মাসে নিরীক্ষা করা হবে। তাছাড়া এ তহবিল সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত বহি:নিরীক্ষক দ্বারা বাৎসরিকভিত্তিতে অডিট করানো হবে। অডিট করতে যে খরচ হবে তা সংস্থা বহন করবে।

১০. **পরিমার্জন:** প্রয়োজনের তাগিদে এ নীতিমালাটি নির্বাহী পর্ষদ সময় সময় নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনক্রমে পরিমার্জন করতে পারবে।

সংশোধনী প্রস্তাবনায়

সৈয়দ আমিনুল হক
সভাপতি-নির্বাহী পর্ষদ
কর্মী কল্যাণ তহবিল, কোস্ট ট্রাস্ট

অনুমোদনক্রমে

রেজাউল করিম চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
কোস্ট ট্রাস্ট